বিষয়:- জানুয়ারি ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
স্থান	: সার্কিট হাউস, চট্টগ্রাম।
তারিখ ও সময়	: ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিতির তালিকা	: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রাম উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি তারিখে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যাবলি আলোচনা করার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দকে অনুরোধ জানান এবং নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র. নং.	বিভাগ/সংস্থার নাম	আলোচ্য বিষয়সমূহের বিবরণ ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	জেলা পরিষদ	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম বলেন, চট্টগ্রাম জেলা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গৃহীত মোট ২১২৮ টি প্রকল্পে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৬৪৫৪.৪০। তিনি আরো বলেন, জেলা পরিষদ ভবনের পাশে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়েছে তা প্রশংসনীয়। তিনি এ উচ্ছেদকৃত জমিতে দ্রুত কোন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।
০২	উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা	পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (BMWSSP) ক) পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওয়াটার রিজার্ভার ও ওয়াটার ভবনের কাজ প্রায় ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে।	মেয়র (সকল)
০৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	এলজিইডি'র আওতায় চলমান কাজ টেকসই ও মানসম্পন্ন ভাবে করাঃ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের ১৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৪টি সমাপ্ত এবং সমাপ্তকৃত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন সমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চন্দনাইশ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর কাজ চলমান রয়েছে। ফটিকছড়ি ও কর্ণফুলী উপজেলায় জমি অধিগ্রহন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া মহানগরে জমির প্রস্তাবনা পাওয়া যায়নি। মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের জমি সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর জায়গার ব্যাপারে আশস্থ করেন। পল্লী সড়ক ও মেরামত কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প সমূহ। পল্লী সড়ক ও মেরামত কর্মসূচীর এর আওতায় ২০২৩-২০২৪অর্থ বছরে ১৮৪,৫১,৩৮,৮৭৪/-টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৬৭টি স্কীমের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে-১৩১টি, ঘঙঅ ইস্যু করা হয়েছে-১৫টি, দরপত্র মূল্যায়নাধীন-১৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে-০৩টি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন-৪টি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ (১) চলতি অর্থ বছরে "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় মোট ৩৬০টি স্কীমের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১২৪টি সমাপ্ত হয়েছে, বাকী ১৯২ টির কাজ চলমান, যার গড় অগ্রগতি ৩৬%। ৪৪ টির দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। (২) "বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩" এর আওতায় অনুমোদিত ৫৩৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৩১১টি প্যাকেজের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৩টি প্যাকেজের কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৭৭%। ৩৩টি দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। (৩) মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত প্যাকেজের সংখ্যা ৯টি। ৯টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮টি প্যাকেজের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান। পটিয়া ১টি, মিরসরাই ১টি ও সাতকানিয়া ১টি স্থান সংক্রান্ত জটিলতার কারণে স্কীম বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় চান্দগাঁও থানাধীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, কালুরঘাট প্রকল্প স্থানটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হওয়ায় ঘঙঈ না পাওয়ায় কার্যক্রম গ্রহন করা হয়নি। তথ্য মন্ত্রণালয় হতে জায়গা অনুমোদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ৪। "বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পূনর্বাসন প্রকল্প' ' এর আওতায় ৬১টি প্যাকেজের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে ২৫টি রাস্তা প্যাকেজ এবং ১৬টি স্ট্রাকচার প্যাকেজ-১০০% সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ২০টি প্যাকেজের মধ্যে ১৯টি প্যাকেজের কাজ চলমান। রাস্তার গড় অগ্রগতি ৮০% এবং ব্রীজের গড় অগ্রগতি ৯৪%। ১টি প্যাকেজ বাতিল করা হয়েছে। ৫। "ঘুর্নিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন' ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি স্কীমের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৯ টি স্কীমের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২৯ টি স্কীমের কাজ চলমান, যার গড় অগ্রগতি ৬২%। ৬টি দরপত্র মূল্যায়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	নির্বাহী প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
০৪	সড়ক ও জনপথ	চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন চলমান প্রকল্প সমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা ও নিয়মিত	নির্বাহী প্রকৌশলী

	অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, দোহাজারী।
০৫	পানি উন্নয়ন বোর্ড	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ ০১। চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প এর কাজের ভৌত অগ্রগতি : ৯৫.৪৫%। প্রকল্পটি জুন/২০২৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ০২। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর কাজের ভৌত অগ্রগতি : ৭৭.২৫%। প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৩। চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প এর কাজের ভৌত অগ্রগতিঃ ২৮.৩৫%। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে Delegate করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের অধীন ১০ টি রেগুলেটর ২.৭ কি:মি: রিটেইনিং ওয়াল এবং ৬.৫ কি:মি: ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ০৪ টি রেগুলেটর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ০৪। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প এর কাজের ভৌত অগ্রগতিঃ ১৪.৩৭%। ০৫। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator DAM নির্মাণ এর কাজের ভৌত অগ্রগতিঃ ০৩.৫০%। রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ- চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনীয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফূলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (১ম সংশোধিত)।কর্ণফূলী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ। ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ। শিলক ও বিভিন্ন শাখা নদীর উভয় তীরে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ। কর্ণফূলী নদী ড্রেজিং কাজ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড- ১, ২, চট্টগ্রাম। রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ বাপাউবো, কাপ্তাই।
০৬	গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	১। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মাঠ প্রশাসনে কর্মরত পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরী নির্মাণ। ২। ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি। ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অত্র দপ্তর কর্তৃক ৭টি স্থানে/উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১। কল্পলোক আবাসিক এলাকা: হস্তান্তর সম্পন্ন। বিগত ১০/০৬/২০২১ ইং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ২। পটিয়াঃ- বিগত ১৭/০৪/২০২৩ ইং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।সীমানা প্রাচীর ও রাস্তার কাজ চলছে। ৩। সাতকানিয়াঃ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০২৩ এ উদ্বোধন করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীর, রাস্তা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ চলছে। ৪। লোহাগাড়াঃ বিগত ১০/০৬/২০২১ ইং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। হস্তান্তরিত। ৫। বোয়ালখালীঃ- গ্রেড বীম ও সীমানা প্রাচীর এর কাজ চলছে। ৬। বাঁশখালীঃ ১ম তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। ৭। চন্দনাইশঃ জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। ৩। চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন । ফিনিশিং কাজ চলছে। প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। ৪, ৫ ও ৬ তলায় বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার এর অফিসিয়াল কার্যক্রম চলছে। ৪। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৭ তলা (১৫ তলা+২ বেসমেন্ট) ক্যান্সার হাসপাতাল ভবন নির্মাণ।: ১৫ তলার কলাম ঢালাই চলছে। ৫। চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন জাতিসংঘ সবুজ উদ্যান উন্নয়নসীমানা প্রাচীর ও গেইট এর কাজ চলছে। সাইট ডেভেলপমেন্ট কাজ চলছে। সিরামিক ব্রিকসহ বিভিন্ন ফিনিশিং কাজ চলছে।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর ১,২,৩,৪ চট্টগ্রাম।
০৭	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	০১। এনজিও সংগঠনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-০৩ টি। ০২। সামাজিক/ধর্মীয় সংগঠন এর মাধ্যমে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-০৪ টি। ০৩। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টকশো-০১টি। উদ্ধারকৃত আলামতঃ ইয়াবা-৬১,১০৬ পিস, হেরোইন সদৃশ বস্তু-২.০৫৫ কেজি, গাঁজা-১১.৭৩০	উপ-পরিচালক মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

		কেজি ও চোলাইমদ-৮৫২ কেজি।	
০৮	**চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ**	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	পুলিশ কমিশনার সিএমপি ও পুলিশ সুপার
০৯	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম**	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর চট্টগ্রাম।
১০	**সিভিল সার্জনের কার্যালয়, চট্টগ্রাম**	(ডিসেম্বর/২৩): মোট চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিক : ৫৩৮ টি, মোট কর্মরত সিএইচসিপি সংখ্যা: ৫৩১ জন, সর্বমোট সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা: ২৫৫৬৫১ জন,রেফারকৃত রোগীর সংখ্যা: ৫৮৫৬ জন, গর্ভকালীন সেবাপ্রাপ্ত মহিলা রোগীর সংখ্যা: ১৪৫০৬ জন, প্রসবোত্তর সেবাপ্রাপ্ত মহিলা রোগীর সংখ্যা: ২১৪৬ জন। **হাসপাতাল সমূহঃ-** শয্যা সংখ্যা : ৮১২ টি, ইনডোর ভর্তিকৃত সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্য: ৮৬১৬ জন, বর্হি বিভাগে সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা : ১৫৭৮৮৪ জন, জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে বহিঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী (শিশু): ১৪৩২২ জন, জরুরী বিভাগে সেবা প্রাপ্ত রোগী সংখ্যা: ৩২৭৬১ জন, মৃত রোগীর সংখ্যা: ১৪ জন, ১৪ টি উপজেলা হাসপাতালে: ৯৬% (গড়) (বেড অকুপেন্সী রেট)। **গর্ভবর্তী মায়েদের চিকিৎসা (বেসরকারীসহ) মা ও শিশু (ই ও সি):** গর্ভকালীন সেবাপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা: ৬১৮০ জন, ভর্তিকৃত প্রসূতির সংখ্যা : ১৭০৮ জন, গর্ভকালীন জটিল রোগীর সংখ্যা: ১৫৭ জন, প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক প্রসব: ১৪৩০ জন, প্রতিষ্ঠানে সিজারিয়ান অপারেশন: ৩৭ জন, মোট ডেলীভারী : ১৪৭০ জন, জীবিত জন্ম (প্রাতিষ্ঠানিক): ১৪৬৪ জন, মাতৃ মৃত্যু: ০ জন, শিশু মৃত্যু: ০ জন, মৃত শিশু জন্ম: ২৭ জন, প্রসবোত্তর সেবা: ১৯৮৫ জন । ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর এর সংখ্যা (ডিসেম্বর/২৩), ১৫৯ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর এর সংখ্যা (১.১.২৪ থেকে ৭.১.২৪)- ২২ জন, ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত মৃত রোগীর সংখ্যা (ডিসেম্বর/২৩) ৫ জন।, (ডিসেম্বর/২০২৩), মোট ডায়রিয়া আক্রান্ত এর সংখ্যা-৩৪২৪ জন (০৯.০১.২৪ তারিখের কোভিড-১৯ বিষয়ক তথ্যঃ_কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সরকারী হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা-১১৪৪, বেসরকারী, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা-০।_মোট পজেটিভ রোগী-১২৯৬৩৬ (উপজেলা –৩৫০৮৪, সিটি-৯৪৪৫১), আইসালেশনে আছে- ০, হাসপাতাল হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগী- ১৫৩৫২, হোম আইসোলোশন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা-১১২৮৯৩, সর্বমোট মৃত্যুবরণ কারী রোগীর সংখ্যা-১৩৭১, কোভিড ভ্যাকসিন সর্বমোট ১ম ডোজ প্রাপ্ত সংখ্যা (উপজেলা ও মহানগর)- ৮৪৯০০১৪ (৯২%), সর্বমোট ২য় ডোজ প্রাপ্ত সংখ্যা(উপজেলা ও মহানগর)-৭৪৬৭২২৭(৮১%), সর্বমোট ৩য় ডোজ প্রাপ্ত সংখ্যা(উপজেলা ও মহানগর)- ৩১৯৬৬৯৭ (৩৫%)।	সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম
১১	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম হতে প্রাপ্ত তথ্যে: ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ ০৪ টি। কার্যাদেশ মূল্য ১৬০০.০০ লক্ষ টাকাঃ ০২ টি সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত, ০১টি সমাপ্ত ও ০১ টি চলমান। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ ০২টি। কার্যাদেশ মূল্য ২৮৭.৪৭ লক্ষ টাকাঃ গড় অগ্রগতি ১০০%। ১টি হস্তান্তর হয়েছে অন্যটি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন। ট্রমা সেন্টার নির্মাণ কাজ ০১ টি। কার্যাদেশ মূল্য ১১৩৪.২৩ লক্ষ টাকাঃ গড় অগ্রগতি ৯৬%। সীমানা প্রাচীর জটিলতায় কাজ বন্ধ রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ ১৬ টি। কার্যাদেশ মূল্য ৫০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়): গড় অগ্রগতি ৫২%। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) ০৪টি সমাপ্ত ও ১২টি চলমান কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ অনুমোদন প্রাপ্ত ০৮ টি। দরপত্র মূল্য ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। (২০২৩-২০২৪) অর্থবছর। গড় অগ্রগতি ৫% কাজ চলমান চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর আওতায় (উন্নয়ন খাতে) মেরামত ও সংস্কার কাজ ১৮ টি প্যাকেজ। কার্যাদেশ মূল্য ৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা। গড় অগ্রগতি ৯৯% ।কাজ চলমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এ ডায়গোনস্টিক এন্ড ইমেজিং ভবন নির্মাণ কাজ। কার্যাদেশ মূল্য ৫২১৪.০০ লক্ষ টাকা । গড় অগ্রগতি ২৪%। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) কাজ চলমান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন ৪টি ইউনিয়নে ৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজ । কার্যাদেশ মূল্য ১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়) । গড় অগ্রগতি ০%। সম্প্রতি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার ০৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (পটিয়া, ফটিকছড়ি, রাঙুনিয়া) উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারন	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

		কাজ। কার্যাদেশ মূল্য ১৯৫৬.২২ লক্ষ টাকা (প্রায়)। গড় অগ্রগতি ২%। কাজ চলমান চট্টগ্রাম জেলার নবগঠিত কর্ণফুলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর জন্য নির্ধারিত স্থানে সীমানা প্রাচীর গেইট, সাবষ্টেশন ভবন ও মাটি ভরাট কাজ। কার্যাদেশ মূল্য ৫১১.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়)। গড় অগ্রগতি ২%, কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ২০২৩-২০২৪ অথবছরের আওতায় (জিওবি পরিচালন বাজেটে) মেরামত ও সংস্কার কাজ ২৫ টি প্যাকেজ। কার্যাদেশ মূল্য ৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা। গড় অগ্রগতি ৯৯%। কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন।	
১২	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম	নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্র জোনের আওতাধীন দপ্তর সমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাঃ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন লাইন ও উপকেন্দ্র মেরামত, আপগ্রেডেশন কাজ এবং চলমান বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ২২টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ৭টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রকে জিআইএস এ আপগ্রেডেশন কাজ চলমান। এ ছাড়াও অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয়ভাবে ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং জরিমানা ও মামলা করা হয় এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম।
১৩	জেলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	**চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২:** কলাইন নির্মাণ, ৭.৬১৩ কিঃমিঃ, আলোর ফেরিওয়ালা" উদ্যোগের আওতায় নতুন গ্রাহক সংযোগ, ১৪৩৫ জন (ক্রমপুঞ্জিত ৪,০৫,০৩৪ জন)। সিষ্টেম লস অর্থ বৎসর, (২০২৩-২০২৪) ১০.০৬ %। বিল আদায়ের শতকরা হার ৯৮.০৭ %। বকেয়া পাওনা (মাস) অর্থ বৎসর ০.৯২ % (সি আই ব্যতিত)। নিজস্ব ওয়ার্কশপে মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের সংখ্যা ৪৮ টি। বিনষ্ট ট্রান্সফরমারের সংখ্য ২৬ টি। ট্রান্সফরমার চুরি ০০ টি মিটার পরিবর্তন ১১২৪ টি।পুনঃ সংযোগ ৮৬৯ টি। মিটার বিচ্ছিন্ন ৩৭০ টি। মিটার পরীক্ষা ৩০১০ টি। রাইট অব ওয়ে ১৩২০ কিঃ মিঃ। লাইন রক্ষনাবেক্ষণ (কিঃ মিঃ) ৫৬৮ কিঃমিঃ। লাইন পরিদর্শন (কিঃ মিঃ) ১৪১০ কিঃ মিঃ। নাইট / ডে অপারেশন ১১৩০ টি। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ০৬ টি। ট্রান্সফরমার প্রিভেনটিভ মেইন্টেন্যান্স ০৬ টি অভিযোগ সমাধান ১৪৭১ টি। সরকারী / আধা সরকারী / স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ২,৬৯,৮৪,০৮৯ টাকা। গ্রাহক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "গণশুনানী" এর আয়োজন ০৩ টি।	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১,২,৩
১৪	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং: লি:, চট্টগ্রাম	নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কেজিডিসিএল'র জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ টিম প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক গ্যাসের লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধসহ গ্যাস বিল বকেয়া আদাযের লক্ষ্যে কোম্পানি হতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে গ্যাস বিল বকেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের কারণে ০৬.০৯.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৫,৬৯৬টি আবাসিক, ১০৩টি বাণিজ্যিক, ২৪টি শিল্প ও ০১টি সিএনজি স্টেশনসহ সর্বমোট ৫,৮২৪ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। উক্ত অভিযানের কারণে বকেয়া ও অনিবন্ধিত গ্যাস বিল বাবদ সর্বমোট ৪৭,০১,৯১,১৮৩/-(সাতচল্লিশ কোটি এক লক্ষ একানব্বই হাজার একশত তিরাশি) টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ সংযোগ চিহ্নিত ও উচ্ছেদকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।	জেনারেল ম্যানেজার, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং: লি: চট্টগ্রাম।
১৫	জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	**বোরোঃ** ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বোরো ধান আবাদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৭০১০ হেক্টর। অদ্যবদি বোরো আবাদ হয়েছে ৪৩০ হেক্টর **আমনঃ** ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৯৬৩৮ হেক্টর। শতভাগ আমন ধান কর্তন হয়েছে। যার গড় ফলন স্থানীয়-১.৬৫ মে.টন, উফশী-২.৯৯ মে.টন, হাইব্রড-৪.০৫ মে.টন **প্রণোদনাঃ রবি প্রণোদনাঃ** রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে, গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, শীতকালিন মুগ ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় জেলায় ৮৫০০ জন / বিঘা উফশী জাতের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Sychronize Cultivation) প্রদর্শনী ব্লক স্থাপনের জন্য ৫০ একরের ২ টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে। রবি / মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে বীজ সহায়তা প্রণোদনা কর্মসূচি ৪২০০০ জন কৃষককের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ বিতরন করা হয়েছে।	উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

		রবি / মৌসুমে বোরো ধানের উফশী জাতের বীজ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৩০০০০ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।	
১৬	**বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম**	**উপকূলীয় বন বিভাগ:** (ক) Sustainable Forest & Livelihoods (SUFAL) প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলায় এ বন বিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন বিভিন্ন রেঞ্জ/বিটে ২০২০-২১ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৬২৫.০ হেক্টর সৃজিত ম্যানগ্রোভ বাগান ও ৯২.০ কিঃ মিঃ স্ট্রীপ বাগান রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ৮০০.০ হেঃ ম্যানগ্রোভ বাগান, ৬০.০ কিঃ মিঃ স্ট্রীপ বাগান ও ৩০.০ কিঃ মিঃ গোলপাতা বাগান সৃজন করা হয়েছে। উক্ত বাগান সমূহ রক্ষণাবেক্ষনের কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ১৩৮০.০ হেঃ ম্যানগ্রোভ বাগান, ৬০.০ কিঃ মিঃ স্ট্রীপ বাগান সৃজনের কর্মসূচী রয়েছে। ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের নিমিত্তে নার্সারী উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত নার্সারী সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান। (খ) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলায় ২১টি বন সংরক্ষণ গ্রামের ১৩১০ (এক হাজার তিনশত দশ) জন উপকারভোগীদের নিয়ে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। **চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগঃ** টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ আর্থিক সনে সৃজিতব্য বাগান, ২০২২-২৩ আর্থিক সনে সৃজিত বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ। সহযোগিতা মূলক বন ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম। অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা/সিলগালা ও বন্ধ করণ। বন্যহাতির আক্রমনে সাধারণ জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বিধি মোতাবেক আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জানমাল রক্ষার নিমিত্তে হাতি বিচরণকৃত এলাকায় নিয়মিতভাবে টহল প্রদান। জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার। বন অপরাধদমনকল্পে অভিয়ান পরিচালনা, বন মামলা দায়ের, কাঠ জব্দ সহ রাজস্ব আদায়।	বিভাগীয় বন কমকর্তা চট্টগ্রাম উ:/দ: ও উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।
১৭	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	প্রধান নির্বাহী কমকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
১৮	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	**জিওবি অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ:** • চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড। • এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহি:সীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ। • কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ। • চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ। • চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন: খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন। • প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)। **নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ:** • কন্সট্রাকশন অব সিডিএ স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	সচিব, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৯	**ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম**	গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর/২০২৩ মাসে ঔষধ প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করা হয়। নকল, ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ প্রতিরোধ এবং এন্টিবায়োটিকসহ সকল ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারকল্পে জনসচেতনতা মূলক ০২ টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে মোট ৩১১ টি ফার্মেসীসহ ০৪ টি ঔষধ উৎপাদনকারী কারখানা পরিদর্শন করা হয় এবং বাজার হতে বিভিন্ন কোম্পানীর ঔষধের ০৯ টি নমুনা উত্তোলন করে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন চট্টগ্রাম কার্যালয়ের মিনি ল্যাবে বিভিন্ন কোম্পানীর ৪৪ টি ঔষধের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ও ফার্মাসিস্টবিহীন ঔষধের দোকানের বিরুদ্ধে নিয়মিত তদারকী কার্যক্রম চলমান আছে। চট্টগ্রাম জেলায় চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ সামগ্রী ও অক্সিজেনসহ সকল ধরনের ঔষধের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।	সহকারী পরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
২০	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়,	০১. **পরিবার পরিকল্পনাঃ** উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), চট্টগ্রাম-এর কার্যক্রম নিম্নরূপ: পদ্ধতি গ্রহীতা (নতুন): ডিসেম্বর/২০২৩: ৭৫.৩৪% খাবার বড়ি ১২৭৫১, কনডম ১১১৬,	উপ-পরিচালক জেলা পরিবার

	চট্টগ্রাম	ইনজেকশন ৫৮৮১, আইইউডি ৮৫৪, ইমপ্ল্যান্ট ২৫০৪, স্থায়ীপদ্ধতি ১৪৪। ০২. ডিসেম্বর/২০২৩ মাসে মোট গর্ভবতীর সংখ্যা ৫৯৪১৪, গর্ভকালীন পরিচর্যা ২০৩২৯ স্বাভাবিক প্রসব সেবার সংখ্যা: ৪৩৫ এবং সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে প্রসব সেবার সংখ্যা: ৫ সহ মোট প্রসব সেবা ৪৪০। ০৩. **স্থাপনা নির্মাণ/মেরামতঃ** চট্টগ্রাম জেলায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ১৩৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০৪টি (চালুকৃত) মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। চলতি অর্থ বৎসরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মেরামত কাজের জন্য মোট ৩১টি সেবা কেন্দ্র/স্থাপনার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ শেষ করে কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। হাটহাজারী জেলাধীন পশ্চিম ধলই ও ছিপাতলী ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ০৪. **উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমঃ** পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক অডিও-ভিজ্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী পরিচালনার জন্য একটি মাইক্রোবাস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এভি ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬৬১ টি উঠান বৈঠক এবং ৩৭০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ০৫. স্বাভাবিক প্রসব সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য মোট ১৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে "শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা" কার্যক্রম আরম্ভ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৬. **স্মার্ট মনিটরিং কার্যক্রমঃ** চট্টগ্রাম জেলায় স্মার্ট মনিটরিং কার্যক্রমটি FWA-গণের ইউনিট পর্যায়ে, FPI ও SACMO এবং FWV-গণের ইউনিয়ন পর্যায়ে, UFPO, MO (MCH-FP)-গণের উপজেলা পর্যায়ে এবং DD(FP), AD (FP) ও AD(CC)-গণের জেলা পর্যায়ে জিপিএস ক্যামেরার মাধ্যমে স্ব স্ব মেসেঞ্জার/হোয়াটস্এ্যাপ গ্রুপে তথ্য ও সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত তথ্য অনলাইনে যাচাই এর মাধ্যমে স্মার্ট মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	পরিকল্পনা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
২১	**পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম**	পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন, পুকুর ভরাট, ছাড়পত্র বিহীন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অনুমোদন ব্যতীত পাহাড় কর্তনের দায়ে বায়োজীদ থানায় ০১ (একটি) টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সাথে অনুমোদন ব্যতীত পুকুর ভরাটের দায়ে চান্দগাঁও থানায় একটি (০১ টি) মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ০২/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব প্রতীক দত্ত , নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার এর নেতৃত্বে অবৈধ পলিথিন বিরোধী মোবাইল কোর্ট এ ২টি প্রতিষ্ঠান কে ৬০,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।	পরিচালক/উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর/ চট্টগ্রাম জেলা
২২	**বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), চট্টগ্রাম**	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টঃ আর্টেশিয়ান ওয়েল নির্মাণ, ডাগওয়েল স্থাপন, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার নির্মাণ, ক্যাটল ক্রসিং ওয়াটার পাস নির্মাণ কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ৮০%, ৭০%, ১০০%, ৩০%। বিএডিসি' র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প(২য় পর্যায়): হালিশহর সার গুদাম নির্মাণ, হালিশহর সার গুদাম নির্মাণ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ(ষোলশহর, দেওয়ানহাট ও আগ্রাবাদ এলাকায়) কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ১২%, ৫%, ৭০%। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পঃ সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাস হতে প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একনেক সভায় অনুমোদন দিয়েছে।শীঘ্রই দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাজ শুরু হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), চট্টগ্রাম
২৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রমঃ** সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলায় ১৮ টি ইউনিট সমূহে প্রাথমিকভাবে সর্বমোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৯২১৯৪জনের জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তন্মধ্যে সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রতিবন্ধীতার মাত্রা নিরুপন করে ৯২১৯৪জনের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জেলার ১৮ ইউনিটের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (১ম কিস্তি) বয়স্ক ভাতা-১৯৫৪৪৬ জন, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা ৬১৪৪৯ জন, প্রতিবন্ধী ভাতা -৭৫৭৮০ জন। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ২২১৭ জন সহ সর্বমোট- ৩৩৭২০৪জনকে	উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

		MIS এর মোবাইল নগদ একাউন্টের মাধ্যমে ভাতাভোগীদের মোবাইলে টাকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। লাইভ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ৩৩৭২০৪ জন ভাতাভোগীদের মধ্যে ৩৩৬২০৮ জন ভাতাভোগী সনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সনাক্তকৃত৩৩৬২০৮ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ৩২৪০১৩ জন ভাতাভোগীর পে-রোল প্রেরণ করা হয়েছে। বাকী ভাতাভোগীর পে-রোল প্রদানের কার্যক্রম চলমানের পাশাপাশি মৃত ও নিরুদেশ হওয়া ভাতাভোগীদের প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্নকরার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও মহানগরের ইউনিট অফিসগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি নগদ একাউন্ট হ্যাক করে ভাতাভোগীদের একাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মত প্রতারণার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে ভাতাভোগীদের সতর্ক করা হচ্ছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরালো ভুমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করা হল। **চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীঃ** চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চট্টগ্রাম জেলার তিনটি উপজেলায় রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি এবং বাঁশখালীর বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের বিপরীতে জনপ্রতি ৫০০০.০০ (পাঁচহাজার) টাকা হারে ৩৫৩৮ জনের ১৭৬৯০০০০.০০ (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা এককালীন অনুদান এম.এফ.এস মোবাইল নগদ একাউন্টের মাধ্যমে ভাতাভোগীদের মোবাইলে টাকা সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রামের চা-শ্রমিকদের প্রথম পর্যায়ে ২৫টি ঘরের মধ্যে ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া ও বাঁশখালী উপজেলার কাজ শেষ পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফটিকছড়ির ৮টি, রাঙ্গুনিয়ার ১টি ও বাঁশখালীর ১টি মোট ১০টি কাজ চলমান। তৃতীয় পর্যায়ে ফটিকছড়ির ১০টি, রাঙ্গুনিয়ার ৩টি বাঁশখালীর ২টি মোট ১৫টি ঘর নির্মানের বরাদ্দ উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে যে গুলোর কাজ প্রক্রিয়াধীন। ক্যান্সার, কিডনী, লিভারসিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার ০৬টি রোগের অনুকূলে ১৮৫৭ জনের আবেদন জেলা কমিটি অনুমোদ রয়েছে। ৩৫০ জনের রোগীদের এককালীন অনুদান ১,৭৫,০০,০০০/- (এক কোটি পচাত্তর লক্ষ) টাকা ১ম কিস্তি বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত টাকা চেক বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ** ক)পল্লী সমাজসেবা সুদমুক্ত কার্যক্রম (আর, এস,এস): ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিবেদন মতে ১২১০৭ জনকে মোট- ২৯৬১৮৭৮০০ টাকা বিতরণ এবং এর বিপরীতে আদায়কৃত- ২৪৭৫৯৩৬০০ টাকা। খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুণর্বাসন কার্যক্রমঃ ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন মতে ৪৮২১ জনকে মোট ৭৪৯৭৪১৮৮ টাকা বিতরণ এবং এর বিপরীতে আদায় ৭২৪২৫৪৯১ টাকা। গ)পল্লী মাতৃক্রেন্দ্র কার্যক্রম (আর,এম,সি): ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের প্রতিবেদন মতে- ১০৩৯০ জনকে সর্বমোট -৭৪২৪২৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে আদায়- ৬২৩৬৯৪০৯ টাকা। **ঘ) আশ্রয়ন কার্যক্রমঃ** ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের প্রতিবেদন মতে মোট ১৬০১ জনের মধ্যে মোট ২৭১৪০০০ টাকা এবং এর বিপরীতে আদায়-৩৯২০২৪৪ টাকা। সমাজসেবা অধিদফতর হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতি প্রতিটি জেলা/উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় বিত্তবান লোকদের যাকাত, ফিতরা ও অনুদানের টাকা দিয়ে তহবিল সমৃদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। যাতে অত্র তহবিল হতে গরীব রোগীরা চিকিৎসা সহায়তা পেতে পারে। তিনি বলেন, ৫টি জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যের আবেদন অনেক জমা পরেছে কিন্তু তার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম। এখাতে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করতে হবে । তিনি আরও বলেন অন্যান্য জেলায় বিধবা ভাতা চালু থাকলেও চট্টগ্রাম জেলায় চালু নাই। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাধ্যমে বিধবা ভাতা চালু করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম বলেন, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের অনেক সাহায্যের আবেদন জমা পরে। কিন্তু সবাই সাহায্য পাবে না। যারা জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত তারাই সাহায্য পাবেন।	
২৪	**পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) চট্টগ্রাম**	বাস্তবায়নাধীন মোট ১০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আয় বর্ধক বিভিন্ন কর্মকান্ডে বার্ষিক ১৪০০.৬০ লক্ষ টাকা । ঋণ বিতরনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর - ২০২৩ খ্রিঃ মাসে ৩৮৯ জন সদস্য/সদস্যার মাঝে ১৩৫.৫১ লক্ষ এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট ৭৯৬.৬৬ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন করা হয়েছে । যার অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার ৫৭% এবং আদায়যোগ্য বকেয়ার বিপরীতে মাসিক আদায়ের পরিমান ২০৭৬.১৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট আদায়ের পরিমাণ ৭১৫.৯৯ লক্ষ টাকা । আদায়ের হার ৩৪%। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	উপ-পরিচালক (বিআরডিবি) চট্টগ্রাম

		কর্মসূচীর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি জেলাধীন ৬ (ছয়) টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর (২য় পর্যায়) আওতায় ১৭১ টি দল গঠন পূর্বক ৪০৬১ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । যাদের গঠিত পূঁজির পরিমান ৫.৭০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পভূক্ত ৩৮০০ জন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে এবং ৯০ টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নতুন করে (৩য় পর্যায়) সাতকানিয়া,চন্দনাইশ,হাটহাজারী,বোয়ালখালী, রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে ১৫০ টি দলের বিপরীতে ৪০৮০ জন সদস্য ভর্তি পূর্বক ১২৪০ জন সদস্যকে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষন ,প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ১৭৯১ জন সদস্যকে বিনামূল্যে ফেলন ডাল বীজ,সরিষা,হলুদ ও আদা বীজ প্রদান করা হয়েছে। তাদের গঠিত পূঁজির পরিমান ৫১.৪৮ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ১৮০৯ জন সদস্যকে ৪% সেবামূল্যে অপ্রধান শস্য চাষের জন্য ৩৯৯.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২৮৯.৫৮ লক্ষ টাকা নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কার্যক্রম নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মূলধনের চাহিদা পূরণ এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিদেশ কিংবা শহর ফেরত কর্মহীন নতুন উদ্যোক্তা, ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের বার্ষিক ৪% হারে ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ডে ২ বছর মেয়াদী " কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ " এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় ৬০৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬০৫.২০ লক্ষ টাকা ৪০৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয় । বিতরণের হার ১০০% পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় এই প্রকল্প টি চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ, কর্নফুলী ব্যতীত ১৪ টি উপজেলায় চালু আছে । প্রকল্পের আওতায় ৭০ টি দল গঠন পূর্বক ৪৮৭৯ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । যাদের গঠিত পূঁজির পরিমান ১১৮.১৯ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় ২০৫.২৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৮৫.০১ লক্ষ টাকা । সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), চট্টগ্রাম এর যে জায়গাটি লিজ দেয়া হয়েছে তা কোন আইনে সাবলিজ দেয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখা।	
২৫	জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম	বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নাম নিবন্ধন ২৭৯৩ জন বিদেশগামী কর্মীদের বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার ইমপ্রেশন ৩৫৯৯ জন বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান ২৩৪৯ টি চট্টগ্রাম জেলার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা পুরুষ -৩৫২০, মহিলা - ৩৩, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ৭৩৩ জন শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম দিয়ে নুতন ভিসায় বিদেশ গমনকৃত কর্মীর সেবা প্রদান ৯২৫৬ জন প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, শা:আ:আ:বি:ব: চট্টগ্রাম কর্তৃক লাশ গ্রহণ ও মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর ৪৮ টি প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, শা:আ:আ:বি:ব: চট্টগ্রাম কর্তৃক মৃতের পরিবারের অনুকূলে লাশ দাফন ও পরিবহন বাবদ ৩৫,০০০/- টাকার চেক বিতরণ ৪৩ টি চেক (৩৫,০০০ / ৪৩) = ১৫,০৫,০০০/- টাকা) প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত তদন্ত পূর্বক অথ প্রেরণের প্রস্তাব/প্রতিবেদন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ ২৯টি (৩,০০,০০০ / ২৯ = ৮৭,০০,০০০/- টাকা) প্রবাসীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন প্রেরণ ১৬ টি চিকিৎসা সহায়তার অংশ হিসেবে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান ০১ জন, সুশৃংখল অভিবাসনে অংশীজনের সভা, প্রবাসীদের অবহিতকরণ সভা, বৈধপথে রেমিন্টেস প্রেরণে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও নিরাপদ অভিবাসনে জনসচেতনামূলক সভা ০৪ টি। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় এর নতুন কোন স্কিম চালু হলে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা।	উপ-পরিচালক জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম
২৬	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সাবেক-আমার বাড়ি আমার খামার)	সিনিয়র অফিসার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম হতে প্রাপ্ত তথ্যে: বিভাগীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান ০১টি, জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান ০১ টি, উপজেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান ১৫ টি। সমিতি পরিদর্শনঃ জেলা প্রশাসক ০১ টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ০১ টি, ইউএনও ২ টি। সঞ্চয় আদায়: লক্ষ্য মাত্রা-১৮৮৭.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন – ৮২০.১০ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা- ২৬৯২৬.০০ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ অর্জন – ১৩৮১৬.৭৫ লক্ষ টাকা, ঋণ আদায়	জেলা সমন্বয়কারী আমার বাড়ি আমার খামার

		লক্ষমাত্রা- ২৬২৩৭.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন- ১৩২৬৩.২০ লক্ষ টাকা, মেয়াদোর্ত্তীণ খেলাপী ঋণের হার- ২৮%। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • নিয়মিত সমিতি পরিদর্শন করা। • কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তা স্ব স্ব উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথে আলোচনা করে সমাধান করা।	
২৭	জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম	জেলা সমবায় অফিসার, চট্টগ্রাম বলেন, **সমিতির সংখ্যাঃ** বিগত মাস পর্যন্ত ৬৬৪৮ টি, বর্তমান মাসে নিবন্ধন ০৪ টি, বর্তমান মাসে নিবন্ধন বাতিল ২৩ টি, মাস শেষে মোট সমিতি ৬৬২৯ টি। **অডিট সেসঃ** কেন্দ্রীয় সমিতি ধার্য- বিআরডিবি ১২৮৪১০ টাকা, সাধারণ ৩৪৪০০ টাকা, আদায় বিআরডিবি ১১৩১৪০ টাকা, সাধারণ ৩৪৪০০ টাকা, সর্বমোট আদায় বিআরডিবি ১১৩১৪০ টাকা, সাধারণ ৩৪৪০০ টাকা, আনাদায়ী- ১৫২৮০ টাকা। প্রাথমিক সমিতি ধার্য- ২৪৩৮৩৪০ টাকা, আদায় ২৪৩৮৩৪০ টাকা, সর্বমোট আদায়- ২৪৩৮৩৪০ টাকা। **সমবায় উন্নয়ন তহবিলঃ** কেন্দ্রীয় সমিতি ধার্য- ১২৫২০৩ টাকা, আদায় ১২০৬২১ টাকা, আনাদায়ী- ৪৫৮২ টাকা। প্রাথমিক সমিতি ধার্য- ২৮৩৩৫৯৪ টাকা, আদায় ২৮৩৩৫৯৪ টাকা। উপজেলা চেয়ারম্যান, রাউজান বলেন, রাউজান উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম খুবই কম। রাউজান উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য সভাকে অবহিত করেন। জেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার কামাল বলেন, কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হত যা এখন দেয়া হচ্ছে না। পুনরায় কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বিতরন করার অনুরোধ করেন। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • চট্টগ্রামে দুধ উৎপাদন (মিল্ক ভিটার) প্রজেক্ট চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	জেলা সমবায় অফিসার, চট্টগ্রাম
২৮	জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম	উপ-পরিচালক কাম কীপার জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম বলেন, **জাদুঘরের সময়সূচী সংক্রান্তঃ** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সূচী অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার হতে শনিবার (সরকারি ছুটি ব্যতীত) সকাল ১০.০০ টা হতে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত আগত দর্শনার্থীদের জন্য জাদুঘর খোলা রাখা হয়। দুপুরের নামাযের জন্য ০১.০০টা হতে ০২.০০টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার দুপুর ০১.০০টা হতে দুপুর ০২.০০টা পর্যন্ত জাদুঘর বন্ধ থাকে। **জাদুঘর বন্ধ সংক্রান্তঃ** রবিবার পূর্ণ দিবস এবং সোমবার অর্ধ দিবস সাপ্তাহিক ছুটির জন্য জাদুঘর বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, সোমবার দুপুর ০২.০০টা হতে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত জাদুঘর খোলা থাকে। **জাদুঘরের প্রবেশমূল্য সংক্রান্তঃ** জাদুঘরের প্রবেশ মূল্য নিম্নরূপ:- ক) দেশী পর্যটকের জন্য- টাকা: ৩০/- খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টাকা: ১০/- গ) প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বয়সের শিশুরা বিনামূল্যে ঘ) সার্কভূক্ত পর্যটকের জন্য টাকা: ২০০/- ঙ) বিদেশী পর্যটকের জন্য টাকা: ৪০০/- উল্লেখ্য, বিশেষ বিশেষ সরকারি ছুটির দিনে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে প্রতিবন্ধী, শিক্ষার্থী/প্রবীণদের ও শিশুদের বিনা টিকিটে জাদুঘর ও প্রত্নস্থল দেখানো হয়ে থাকে। যেমন: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর। **রাজস্ব আয় সংক্রান্তঃ** ডিসেম্বর-২০২৩ মাসে ১,৪১,২১৮.৭৫ টাকা। **জাদুঘরে আগত দর্শক সংক্রান্তঃ** ডিসেম্বর-২০২৩ মাসে আগত দেশী ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী, শিশু, শিক্ষার্থী ও প্রবীন, সার্কভূক্ত এবং বিদেশী মোট পর্যটক সংখ্যা ৮৯৩৬ জন। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরে মাস্টার দা সূর্যসেন এর ছবি/প্রতিকৃতি রাখা। • রাজাকারদের বর্বরতা তুলে ধরে প্রতিকৃতি রাখা।	উপপরিচালক কাম কীপার জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম।
২৯	জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি ট্রেডে (আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারী, ব্লক বাটিক এন্ড প্রিন্টিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, শো-পিচ তৈরী) জানু-মার্চ/২৪ সময়ের জন্য নির্বাচিত ১০০ জন প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ চলমান। ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ চক্রে জেলাধীন ১৫টি উপজেলার নির্বাচিত ১৮,৫৫০ জন দরিদ্র ও অস্বচ্ছল মহিলাদের ৩০ কেজি করে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। দপ্তর কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ এনজিওদের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ''মা ও শিশু সহায়তা তহবিল'' কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীন ৪১টি ওয়ার্ডে	উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

		ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে উদ্যোক্তা/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিমাসে ২০৫ জন করে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া দপ্তর পরিচালিত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ এবং যৌন হয়রানী বন্ধে উঠান বৈঠক/আলোচনা সভার মাধ্যমে সচেতনতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথানিয়মে চলছে। তিনি আরও বলেন IGA প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।	
৩০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জেলা শাখা, চট্টগ্রাম	প্রতি জেলা ও উপজেলায় ০১টি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ২০১৮-২২: বরাদ্দ ৩২৬ কোটি টাকা (এটা দেশব্যাপী প্রকল্প। এখানে কেবল চট্টগ্রাম জেলার বরাদ্দ উল্লেখ করা হয়েছে)। প্রতি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীতে ০২টি ও ১৫ উপজেলায় ১৫টিসহ মোট ১৭টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। ০১। মহানগরঃ (ক) চট্টগ্রাম মহানগরীর সিডিএ কল্পলোক (বাকলিয়া) আবাসিক এলাকায় ১০/০৬/২১ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী একটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন। মসজিদ হস্তান্তর করা হয়েছে। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। (খ) প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বশেষ সৌদি অর্থায়নে দেশের ০৮ (আট)টি বড় শহরে নির্মিতব্য আটটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে। মিরসরাই: অগ্রগতি ১০০%, ১০/০৬/২১ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মসজিদ হস্তান্তর করা হয়েছে।মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। সন্দীপ: অগ্রগতি ১০০%, ১০/০৬/২১ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। সীতাকুন্ড: অগ্রগতি ৯৫%, ১৬/০৩/২৩ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। হাটহাজারী: হাটহাজারী উপজেলার বিকল্প জায়গা নির্বাচন পূর্বক প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। ফটিকছড়ি: পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড় পত্র পাওয়া গেছে। রাউজান: অগ্রগতি ৭৭%, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন গাথুনির কাজ চলছে। রাংগুনিয়া: অগ্রগতি ৭৫%, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন গাথুনির কাজ চলছে। বোয়ালখালী: ফাইলিং কার্যক্রম চলমান। পটিয়া: অগ্রগতি ৯৫%, ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। কর্ণফুলী: অধিগ্রহণ সম্পন্ন। জমিতে বালি ভরাটের কাজ সম্পন্ন। আনোয়ারা : অগ্রগতি ৯৫%, ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। চন্দনাইশ: পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড় পত্র পাওয়া গেছে। অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। বাঁশখালী: অগ্রগতি ২২%, চলতি জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ১ম তলার ছাদ ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন হবে। সাতকানিয়া: অগ্রগতি ৯৫%, ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। লোহাগাড়া: অগ্রগতি ৯৯%, ১০/০৬/২১ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • মডেল মসজিদের বকেয়া বিদ্যুৎ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল প্রতি মাসে প্রদান করা।	পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
৩১	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত ৪৫০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৪৪৫ টি শিক্ষাকেন্দ্র যথারীতি চলমান রয়েছে এবং বাকী ০৫টি শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। । বন্ধথাকা শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষক নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন, শীঘ্রই শিক্ষক নিয়োগসহ বন্ধকেন্দ্রসমূহ চালু করা হবে। ০১ জানুয়ারী/২০২৪খ্রি. তারিখে সরকারি নির্দেশনার আলোকে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে বই উৎসব পালনসহ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ চালু করা হয়েছে। কেন্দ্র পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চলমান রয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ • সীতাকুন্ড শ্রাইন কমিটির সাথে সমন্বয় করে সীতাকুন্ডে অবস্থিত অবৈধ দোকানগুলো উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা।	সহকারী পরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট চট্টগ্রাম
৩২	বাংলাদেশ বনশিল্প	১। চুয়েট কর্তৃপক্ষকে আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান সৃজন প্রকল্পে	মহা-ব্যবস্থাপক

	উন্নয়ন কর্পোরেশন (রাবার বিভাগ), চট্টগ্রাম	৬৯ পাড়া মৌজায় ১০.০ একর জায়গা জেলা প্রশাসন হতে বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ৯১০২ এবং ৯১৪২ দাগে ১০.০ একর জায়গা চুয়েটের নামে নাম জারী করা হয়। উক্ত ১০.০ একরের পরিবর্তে চুয়েট প্রায় ২০/২৫ একর জমি দখল করে রেখেছে এবং রাবার গাছ হতে উৎপাদন বন্ধ রেখেছে ও প্রায় প্রতিমাসে ৫-৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। উক্ত ভূমিতে ২০১২-১৩ সনে নতূন ৫৯.০ একর রাবার বাগান সৃজন করা হয়। সেখানে বর্তমানে ১১,১০০টি রাবার গাছ রয়েছে। ২। বিএফআইডিসি, দাঁতমারা রাবার বাগান, হেয়াখোঁ, ফটিকছড়িতে দখলদারদের থেকে বাগান এলাকা উদ্ধারের নিমিত্তে ৩৬০ জনের একটি তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে	রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম
৩৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	যুবকদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। যুবকদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৮৫৮০ জনের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ভর্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপজেলা কার্যালয় সমূহে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে আত্মকর্মীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হবে। ঋণ আদায়ের ক্রমপুঞ্জিত হার শতভাগ করার জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৩৪	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	১। "নির্বাচিত বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ তলা ভবন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৪৯৪.৬৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ১২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ২। "নির্বাচিত বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল)'' (আসবাবপত্র) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৩১.১৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ৩২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ৩। "নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ২২০.৫৬ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ৯টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ৪। "নির্বাচিত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ" (আসবাবপত্র) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ১৯.৪৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ৪টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ৫। "নির্বাচিত বেসরকারী মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮৬টি মাদ্রাসায় ৪ তলা ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ২৬৯.৭৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে ২৭টি শিক্ষা মাদ্রাসার কাজ সমাপ্ত হয় ও ৪৬টি মাদ্রাসায় কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ১৩টি মাদ্রাসার কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ৬। "১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৪৯.৩৯ কোটি টাকা। ৩টি উপজেলায় ৫টি কাজের মধ্যে ২টি কাজ সমাপ্ত হয় ও ৩টি কাজ চলমান রয়েছে। উপজেলা গুলো হলোঃ সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি ও রাউজান। ৭। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (কোড নং-৭০১৬) খাতের অধীনে সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাউশিঃ ৩৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ২৭৯.৯৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ১০৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ১১৩টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। মাদ্রাসাঃ ৯৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৭৭.২০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ৩২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ব হইবে। ৮। "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বে-সরকারী কলেজ সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (১ম, ২য় পর্যায় ও উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ২৫৮.৩৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সাইড জটিলতা এবং ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। ৯। "৯টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের	নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

২৮

		কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৪৬.৫৮ কোটি টাকা। উক্ত ০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। ১০। "নির্বাচিত সরকারী কলেজ সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৩৫.৮৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে ০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং বাকি ০৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। ১১। "সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৩০.২৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং ০৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে । ১২। "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন" (৭০ সরকারী কলেজ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৬০.১৯ কোটি টাকা। তার মধ্যে ২৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। ১৩। "সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালী করণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ৭.৪২ কোটি টাকা। উক্ত কাজটি চলমান রয়েছে। ১৪। "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিন আঞ্চলিক অফিস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যাহার দরপত্র মূল্য ১৭.২৬ কোটি টাকা। উক্ত কাজটি চলমান রয়েছে।	
৩৫	জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম
৩৬	জেলা ক্রীড়া অফিস	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর আওতায় ৭ (সাত) টি প্রতিযোগিতা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরে এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, কাবাডি ও সেপাক টেকরো প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয়েছে। গত মাসে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, (অ-১৭) ২০২৩, প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি মাসে চট্টগ্রাম মহানগরে (অ-১৫) বালকদের মাসব্যাপি ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু হবে। অফিসের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে।	জেলা ক্রীড়া অফিসার, চট্টগ্রাম
৩৭	বিএসটিআই	ডিসেম্বর/২০২৩: ভ্রাম্যমাণ আদালতের স্থান- চট্টগ্রাম মহানগরী, ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যা-০৪, মোট মামলা-০২, মোট জরিমানা-২৫০০০.০০	উপ-পরিচালক বিএসটিআই চট্টগ্রাম
৩৮	বি আর টি এ	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	উপ-পরিচালক বি আর টি এ চট্টগ্রাম
৩৯	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) চট্টগ্রাম	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ: ক্ষুদ্র শিল্প – ২০ জন, কুটির শিল্প – ৩০জন, মাঝারি- ১০ জন। শিল্প ইউনিট নিবন্ধন : ক্ষুদ্র শিল্প -৪টি, কুটির শিল্প – ১৬ টি, মাঝারি- ০ টি। শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষন: ২৫ জন। ঋন ব্যবস্থাকরণ: কুটির শিল্প ০৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র শিল্প ৪.০০ লক্ষ টাকা। বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন: ০ টি। শিল্পনগরীর কার্যক্রম: ০৫ টি ক) কালুরঘাট: উৎপাদনরত ১৩৬টি শিল্পইউনিট রুগ্ন-০৫ টি । খ) পটিয়া উৎপাদনরত-১৫ টি, রুগ্ন-০৪ টি, গ) ষোলশহর উৎপাদনরত-৪৭ টি , রুগ্ন-০১ টি, ঘ) ফৌজদারহাট, উৎপাদনরত-৪৯ টি, রুগ্ন-১০ টি, মোটঃ উৎপাদনরত- ২৪৭ টি, মোটরুগ্ন-২০ টি,মোট কর্মসংস্থান -১৩১৮৬০ জন করোনা পরিস্থিতিতে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাটি ভরাটের কাজ, সীমানা প্রাচীর, প্রশাসনিক ভবন ও খালপাড়ে RCC দেয়াল নির্মাণের কাজ চলমান। উৎপাদনরত-১০২ টি, আয়োডিনযুক্ত লবণঃ উৎপাদন- ১২৪৯৭ মে.টন, শিল্প লবণঃ উৎপাদন- ৪৩০৫০ মে.টন, ক্রুড লবণঃ মজুদ- ৬২১০৫ মে.টন দেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং বিনিয়োগকারীদের এক ছাতার নিচে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সেবা প্রদানের জন্য বিসিক দেশে ৫ম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮'র মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর ফলে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা বিসিকের মাধ্যমে শিল্প নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, জমি নিবন্ধন, নামজারি, পরিবেশ ছাড়পত্র,	উপ-মহাব্যবস্থাপক বিসিক জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

		নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ, টেলিফোন সংযোগ, বিস্ফোরক লাইসেন্স, বয়লার সার্টিফিকেটসহ ২৭ টি ক্যাটাগরির সেবা এক জায়গা থেকেই নিতে পারবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বর্তমানে শিল্প নিবন্ধন ও বিসিকের ঠিকাদার নিবন্ধন সেবা পাওয়া যাচ্ছে এবং ক্রমানয়ে সবগুলো সেবা এই ওয়েব সাইট https://ossbscic.gov.bd হতে পাওয়া যাবে। বিসিক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে মেলার আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া অনলাইনে পণ্য বিপণনের জন্য বিসিক অনলাইন মার্কেট https://www.bscic-emarket.gov.bd চালু করেছে। অনলাইন মার্কেটে উদ্যোক্তারা সহজেই বিনামূল্যে শপ নিয়ে পণ্য বিপণন করতে পারবে।	
৪০	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চট্টগ্রাম	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	পরিচালক/ উপ-পরিচালক বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পার্সপোর্ট ও ভিসা অফিস, চট্টগ্রাম
৪১	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সেবা প্রদানের বিবরণঃ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চট্টগ্রামে যেসব সেবা প্রদান করা হয় তা নিম্নরুপঃ ফিজিওথেরাপি, স্পীচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, শ্রবণ ও দৃষ্টি নিরুপন এবং ভাষা শিক্ষণ সেবা, অটিজম বিষয়ক সেবা, কাউন্সেলিং, সহায়ক উপকরণ বিতরণ, পূনর্বাসন, মোবাইল থেরাপি ভ্যান সেবা, অটিস্টিক বিদ্যালয়, অভিভাবক প্রশিক্ষণ। **৪। মোবাইল থেরাপি ভ্যান সেবা কার্যক্রমঃ** চট্টগ্রাম জেলায় ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখ হতে মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি মাসের ১ম ও ২য় সপ্তাহে সদর কার্যালয়ের নির্দেশিত স্থান ও সময় অনুযায়ী প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহয্য কেন্দ্র,রাঙ্গুনিয়ার মাধ্যমে ক্যাম্প পরিচালিত হয়।	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কমকর্তা প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৪২	সিনিয়র নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সিনিয়র নির্বাচন অফিসার চট্টগ্রাম।
৪৩	চট্টগ্রাম ওয়াসা	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সচিব, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।
৪৪	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে চট্টগ্রাম জেলায় ৪০ টি বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৪৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ৪,৯১,০০০/- (চার লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা) প্রশাসনিক জরিমানা করা হয়েছে। ৯০ টি লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার টাকা) জরিমানা করে জরিমানার ২৫% শতাংশ হারে অভিযোগকারীগণকে ৩,২৫০/- (তিন হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা) ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪ টি লিখিত অভিযোগ অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের আপোষ মীমাংসায় মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একজন অভিযোগ তাঁর প্রাপ্য ২৫% (৫০০ টাকা) গ্রহন না করায় সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন,২০০৯ বিষয়ক ৩ টি জনসচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে।	সহকারী পরিচালক জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
৪৫	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	কমান্ডার, চট্টগ্রাম জেলা/ মহানগর ইউনিট কমান্ড।
৪৬	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সচিব , বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম
৪৭	আয়কর বিভাগ	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সহকারী কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট কর অফিস, চট্টগ্রাম
৪৮	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম
৪৯	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সহকারী

			মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম
৫০	বিটিভি	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	জি.এম বিটিভি, চট্টগ্রাম।
৫১	পাট উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সহকারী পরিচালক, পাট উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	মনিটরিংকৃত খাদ্যস্থাপনা-২০টি, গ্রেডিংয়ের উদ্দেশ্যে মনিটরিং-০৭টি, পোস্টার বিতরণ-৩০০টি, লিফলেট বিতরণ-৪০০টি, পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা বই বিতরণ-১০০টি, জনসচেতনতামূলক সেমিনার- ১টি, বিভাগীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা - ১টি, মোবাইল কোর্ট (৬,০০,০০০/- টাকা জরিমানা)-২টি	নিরাপদ খাদ্য অফিসার, চট্টগ্রাম
৫৩	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম
৫৪	জেলা শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম।	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম।
৫৫	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম	বিভাগীয় ওএমএস: চট্টগ্রাম মহানগরে ৪১ জন ওএমএস ডিলার দ্বারা দৈনিক ২৩ টি দোকানে চাল-১.০০০ মেঃ টন ও আটা ১.০০০ মেঃ টন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মহানগরে মোট ২৩.০০০ মেঃটন চাল এবং ২৩.০০০ মেঃটন আটা বিক্রয় কার্যক্রম চালু আছে। প্রতি কেজি চালের বিক্রয়মূল্য ৩০ টাকা এবং আটার বিক্রয়মূল্য ২৪ টাকা। একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) কেজি চাল ও ০৫ (পাঁচ) কেজি আটা ক্রয় করতে পারেন। আমন সংগ্রহ- ২০২৩-২৪: চট্টগ্রাম জেলাধীন অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২৩-২৪ মৌসুমে ১৫৮০৭.০০০ মেঃটন আতপ চাল, ৮০৬.০০০ মেঃটন সিদ্ধ চাল এবং ৬১৪৭.০০০ মেঃটন ধানের বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রতি কেজি আতপ চাল ৪৩/- টাকা, প্রতি কেজি সিদ্ধ চাল ৪৪/- টাকা এবং প্রতি কেজি ধান ৩০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৯/০১/২০২৪খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৩৮৩.০৩০ মেঃটন আতপ চাল, ৫১১.০০০ মেঃটন সিদ্ধ চাল এবং ৫৯.৫৬০ মেঃটন ধান সংগ্রহ হয়েছে। পুষ্টি চাল (ভিডব্লিউবি)জেলার মীরসরাই, বাঁশখালী উপজেলায় ভিডব্লিউবি (Vulnerable Women Benefit) খাতে পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়। বর্তমান মজুতঃ জেলায় ১,০০,৭১৮.৫১২ মেঃটন চাল, ৪,২৭২.৭৬১ মেঃটন গম রয়েছে। (০৯-০১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মজুত)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম
৫৬	জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, চট্টগ্রাম	**অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪:** মার্চ-২০২৪ এর মধ্যে Mapping, Zone গঠন এবং Listing এর কাজ শুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে । সে লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিয়োগ কমিটির দিক নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২ সালের জনশুমারির প্যানেল হতে তালিকাকারী, গণনাকারী এবং সুপারভাইজার নিয়োগ কাজ সম্পাদন করতে হবে। **Quantum Index of Industrial Production (QIIP):** GDP Rebase এর জন্য চট্টগ্রামের ১২৬ টি বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ চলছে। এ কাজে ০৬ জন গণনাকারি নিয়োজিত রয়েছে। **Labour Force Survey (LFS):** শ্রমশক্তি জরিপ ২০২১ এর তথ্য সংগ্রহের কাজ ০৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. শুরু হয়েছে যা আগামী ০৩ (তিন) বছর চলবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম জেলায় ০৫ জন তথ্য সংগ্রহকারি প্রতি Quarter এ ৩৬ টি PSU হতে ৩৬*২৪=৮৬৪ টি খানা (House Hold) এর তথ্য সংগ্রহ করছে। **Sample Vital Registration System (SVRS):** জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বর্হিগমন ও প্রতিবন্ধী ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। চট্টগ্রাম জেলায় ১০৭ টি এলাকার জন্য ১০৭ জন মহিলা রেজিস্টার এ কাজ করছে। **Consumer Price Index (CPI):** প্রতি মাসে মূল্যস্ফীতি নির্ণয় সহ জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ধারণের জন্য ৫৮২ টি দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহের কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। **Wage Rate Index (WRI):** চট্টগ্রাম জেলার সকল উপজেলা হতে কৃষি ও অকৃষি মজুরির হার সংগ্রহ করা হয়। **কৃষি পরিসংখ্যান:** মাঠ পর্যায়ে ০৬ টি প্রধান ফসল কর্তন, আয়তন ও উৎপাদন নির্ণয় এবং ১২৬ টি	উপ-পরিচালক জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, চট্টগ্রাম

		অপ্রধান ফসলের আয়তন ও উৎপাদন নির্ণয় কাজ চলমান রয়েছে। অফিসের অন্যান্য নিয়মিত কাজ-কর্ম স্বাভাবিক গতিতে চলমান রয়েছে।	
৫৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	উপ-পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম
৫৮	জেলা মৎস্য অফিস, চট্টগ্রাম।	১। <u>মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ কার্যক্রম :</u> (ক) বর্তমান মাসে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকল্পে নিষিদ্ধ ঘোষিত পিরানহা মাছ, আফ্রিকান মাগুর মাছ, সাকার মাছ দমন বিষয়ক সচেতনতা সভা-১৪ টি, মোবাইল কোর্ট ০৭ টি ও ২১ টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনাকালে ০.০১০ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জালসমূহ পুড়িয়ে ধ্বংশ করা হয়। (খ) জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম :প্রতিবছর ০১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত সারা দেশে জাটকা ধরা নিষেধ। সরকার এই উপলক্ষ্যে জেলেদেরকে জাটকা আহরণে বিরত থাকার জন্য প্রতিটি জেলায় ভিজিএফ (চাল) বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। নভেম্বর মাসে ১৫ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। ৩৬ টি মাছ ঘাট, ৪০ টি আড়ত, ৪৭ টি বাজার এবং ০.০০৭ মে. টন জাটকা আটক করা হয়। আটককৃত জাটকাগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। (গ) <u>হালদা সংক্রান্ত কার্যক্রম:</u> <u>অভিযান:</u> রাউজান-০২, ফটিকছড়ি-০২ টি, বোয়ালখালী-০১ টি ও মহানগর এলাকায়-০২টি করে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে হাটহাজারী উপজেলায় ০১ টি জাল জব্দ করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ০.০৩ ল. টাকা এবং ফটিকছড়ি উপজেলা ০৬ টি বড়শি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জাল ও বড়শিগুলো পুড়িয়ে বিনস্ট করা হয়। (ঘ) <u>**EU মিশন :**</u>আগামী ০৯-১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. EU এর একটি প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম জেলা সফর করবেন। উক্ত সফরের প্রস্তুতি হিসেবে মৎস্য ঘের, বরফকল, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (নতুন/পুরাতন ফিসারিঘাট), হিমাগারের পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, সাগরিকা রোডে ও কালুরঘাট এলাকায় অবস্থিত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা সংলগ্ন রাস্তাগুলোর পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং EU এর প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থানকালীন সময়ে পুলিশ প্রটোকল প্রদান এবং কক্সবাজার হতে চট্টগ্রাম পৌছা পর্যন্ত পুলিশ প্রটোকল প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন । ২। <u>**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সম্পর্কিত কার্যক্রম :**</u>মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ১৬টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।
৫৯	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস চট্টগ্রাম	ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. মাসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুসারে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অর্জন নিম্নরুপ- ক) চিকিৎসা প্রদান – গবাদিপশু – ২৮,০৯২ ও পোল্ট্রি – ৩,০১,৮১৩ টি, পোষাপ্রাণি – ৩৬৬ টি; খ) টিকা প্রদান – ৩০,১৩৯ টি গবাদিপশু ও ৬,৫৪,১০০ টি হাঁস-মুরগি গ) খামারী প্রশিক্ষণ – ৫,৩০০ জন, ঘ) স্থায়ী ঘাষ চাষ – ১৯.৯৬ একর ঙ) উঠান বৈঠক আয়োজন – ৬৫ টি। সামগ্রিক অর্জনের হার - ১২১.৫৭% পশুখাদ্য ও পোল্ট্রি খাদ্য বিক্রেতার দোকান এবং ফিডমিলসমূহ পরিদর্শন ও নিবন্ধন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম
৬০	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	বাস্তবায়ন/ অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম
৬১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।	১. গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে শ্রম ও কর্মসংসথান মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার মোট ১৭৯ টি চেক প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে আর্থিক সহায়তা (মৃত শ্রমিক)- ২ টি, চিকিৎসা সহায়তার-১৭৬ টি এবং শ্রমিকের সন্তানের উচ্চশিক্ষা সহায়তার-১টি চেক রয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক জনাব আব্দুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত। ২. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) কর্তৃক প্রথমবারের মতো 'ডাইফ সেবা সপ্তাহ ২০২৪' পালিত হচ্ছে । ১৪ জানুয়ারি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই সেবা সপ্তাহ। এবারের প্রতিপাদ্য 'সবার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ'। প্রধান কার্যালয় ও	উপ-মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

		মাঠপর্যায়ের ৩১ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলবে।সেবা সপ্তাহে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, সম্প্রসারণ ও সংশোধন; কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন; ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন; কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন; শ্রম বিষয়ক লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও তথ্য অধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র গ্রহণসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য সেবা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে ডাইফ। শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়াদি তদারকি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ।	

এছাড়াও সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

- আনোয়ারা পারকি বিচে পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক চলমান উন্নয়ন কাজের তদারকি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা কর্তৃক লিখিত চিঠি প্রদান করা।
- সাতকানিয়া ডলু ব্রিজের লোহাগাড়া অংশে অনুমতি ছাড়া বালি উত্তোলন করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা।
- ডলু ব্রিজের সাতকানিয়া অংশে চর পড়েছে যা উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো।
- সাতকানিয়া সদরের ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নত করা।

পরিশেষে অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক
ফোন : ০২-৪১৩৬০৯৫৫
ইমেইল : dcchittagong@mopa.gov.bd

নম্বরঃ ০৫.৪২.১৫০০.২০২.৩০.০০৫.২৩- ১১৯

তারিখঃ ২১ মাঘ ১৪৩০ বাংলা / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/সেতু বিভাগ/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৪। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম।
৫। ....(সদস্য), জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, চট্টগ্রাম ।
৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), ..., চট্টগ্রাম।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ..., চট্টগ্রাম।
৮। মেয়র (সকল).., চট্টগ্রাম।
৯। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম। (ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য)
১০। জনাব...।

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক
ফোন : ০২-৪১৩৬০৯৫৫
ইমেইল : dcchittagong@mopa.gov.bd